মুজিবনগরে ‘সুজন’ এর উপজেলা কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা

মুজিবনগরে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর উপজেলা কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবদার আলী। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ মুন্না ও অর্থ সম্পাদক সাইদুর রহমান।

এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান শিক্ষক মোয়াজ্জেম হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোকাদ্দেস হোসেন ও রোকসানা খাতুন, আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, শিক্ষক মোহাব্বত আলী, শিক্ষক আবদুল আলিম, আমিন ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী ডা. গোলাম মোস্তফা, সমাজকর্মী ও রাজনীতিবিদ মাহফুজুর রহমান গোলাম, আব্দুর রাজ্জাক, এনজিও ব্যক্তিত্ব বুলবুল আহমেদ, নারী প্ল্যাটফর্মের সদস্য নাজমা খাতুন, অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য সেলিম গাজী, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব শামীম শিশির, এজি চার্চ মণ্ডলির সদস্য ডেভিড, ডনসন মণ্ডল, তন্ময় মণ্ডল এবং ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আলোচনা সভায় বক্তারা রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং উপজেলার উন্নয়নে সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন।

পরে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলা সুজনের সভাপতি হিসেবে ওয়াজেদ আলী খাঁন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সানোয়ার হোসেন ডালিম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

নবনির্বাচিত সভাপতি ওয়াজেদ আলী খাঁন আগামী এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শেষ সময়ে ব্যস্ত মেহেরপুরের কামারপাড়া

আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন মেহেরপুরের কামারশিল্পীরা। বছরের অধিকাংশ সময় কাজের অভাবে অলস সময় কাটালেও কোরবানির মৌসুম এলেই জমে ওঠে কামারপাড়া। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কামারশালাগুলোতে হাতুড়ির টুংটাং শব্দে মুখর হয়ে উঠছে পরিবেশ।

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এখন দা, বঁটি, ছুরি, চাপাতি, হাসুয়াসহ কোরবানির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন কামাররা। কেউ নতুন সরঞ্জাম তৈরি করছেন, আবার কেউ পুরোনো জিনিসে শান দিয়ে ব্যবহার উপযোগী করছেন।

মেহেরপুর শহরের কাশ্যবপাড়ার কামার সুনিল বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে অনেকেই নতুন দা, ছুরি ও বঁটির অর্ডার দিচ্ছেন। আবার অনেকে পুরোনো জিনিস শান দিয়ে নিচ্ছেন। এই সময়টাতেই আমাদের কাজের চাপ সবচেয়ে বেশি থাকে।”

আরেক কামার নবীন সরকার জানান, “সারা বছর মোটামুটি কাজ হয়। তবে কোরবানির ঈদে বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তখন আয়ও ভালো হয়।”

তবে কাজ বাড়লেও বাড়েনি লাভের পরিমাণ। কামারদের অভিযোগ, কয়লা ও লোহার দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়েছে। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের।

শীলা-নোড়া কোটানোর কারিগর রহমত আলী বলেন, “আগে বাড়িতে শীলা- নোড়া ব্যবহার হতো বেশি। এখন মানুষ প্যাকেটজাত মসলা ব্যবহার করে। ফলে আগের মতো কাজ নেই।”

স্থানীয় বাজার থেকে লোহা কিনে তা আগুনে পুড়িয়ে বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করছেন কামাররা। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররাও এসব পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামারশিল্পী আলাউদ্দিন বলেন, “আগে কামারদের অনেক কদর ছিল। এখন মেশিনে তৈরি আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে মানুষ

আমাদের তৈরি জিনিসের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। হয়তো একসময় এই পেশাই হারিয়ে যাবে।”

কামারশিল্পী আলমগীর বলেন, “বংশ পরম্পরায় আমরা এই কাজ করে আসছি। আগে সারা বছর কাজের ব্যস্ততা থাকতো। এখন শুধু কোরবানির সময়ই কিছুটা কাজ বাড়ে।”

জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনও প্রায় পাঁচ শতাধিক কামার পরিবার এই পেশার সঙ্গে জড়িত। অনেকেই অভাব-অনটনের মধ্যেও পূর্বপুরুষের পেশা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

কামারশিল্পীদের দাবি, সরকারি সহযোগিতা ও সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হলে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প আবারও ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তাদের আশা, ঈদের শেষ মুহূর্তে কোরবানির সরঞ্জাম কিনতে মানুষের ভিড় বাড়বে এবং কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে কামারপাড়ায়।

রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ

রামিসা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ (ভিবিডি) মেহেরপুর জেলা শাখা ও ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ)।

মানববন্ধনে অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। শিশু নির্যাতন ও হত্যার মতো ঘটনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তারা রামিসা হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের নৃশংস ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাহফুজুর রহমান, জেলা ন্যাশনাল চিলড্রেন’স টাস্কফোর্সের (এনসিটিএফ) সভাপতি সাব্বির হোসেন, সদস্য শাহিদুর রহমান আকাশ, আয়েশা সিদ্দিকা, মোবারক হোসাইন, মোস্তফা জাবাল, ফ্লোরা, প্রত্যাশা, অনন্যা, মায়াসহ আরও অনেকে।

মেহেরপুরে ট্রাক-মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সদর উপজেলার বন্দর এলাকার পিটিআই মোড়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহতরা হলেন সদর উপজেলার রায়পুর খন্দকারপাড়ার হাফু ইসলামের ছেলে নয়ন (২০) এবং বন্দর বেলতলা পাড়ার আমিরুল ইসলামের ছেলে জীবন (২২)। স্থানীয়রা জানান, তারা সম্পর্কে বন্ধু ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থেকে ছেড়ে আসা একটি কলাবোঝাই ট্রাক মেহেরপুর শহরের দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, মেহেরপুর থেকে মোটরসাইকেলে করে জীবন ও নয়ন মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিলেন। বন্দর এলাকার পিটিআই মোড় অতিক্রম করে চকশ্যামনগর এলাকায় পৌঁছালে একটি যানবাহনকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষের তীব্রতায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং দুই আরোহী সড়কে ছিটকে পড়েন।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই নয়নের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় জীবনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে নিহতদের স্বজনরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তাদের আহাজারিতে হাসপাতাল এলাকায় হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও মোটরসাইকেল পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে পুলিশ। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দুই সপ্তাহে গ্রেপ্তার ১০ অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়াড়ী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব এলাকা থেকে আল সাহাব (২২) নামের আরও এক অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। এনিয়ে দুই সপ্তাহে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট-জুয়া খেলার সাথে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের অব্যহত অভিযান অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের মধ্যে গ্রেপ্তার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের প্রেস রিলিজ থেকে জানা গেছে, গত বুধবার (২০ মে) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ

মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর গাংনী থানাধীন গাড়াডোব এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ডিবির একটি চৌকস টিম তাকে গ্রেফতার করে। সাংবাদিকদের প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তার গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করেন। আল সাহাব গাড়াডোব পুকুরপাড়ার বাসিন্দা। এ সময় তার হেফাজত থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গত শুক্রবার ও রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে অনলাইন জুয়া খেলা ও পরিচালনার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানায় সাইবার সুরক্ষা আইন-২০২৬ এর আওতায় পৃথক দুটি মামলা রুজু হয়।

সেই মামলায় গ্রেপ্তারকৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেলে গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে আল সাহাবকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ-৫৪ ফাইভ-জি মোবাইল ফোনসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিবির ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ প্রেস রিলিজে জানান, সাহাবের মোবাইল ফোন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে অনলাইন জুয়ার চ্যানেলে লেনদেনসহ মালয়েশিয়ার মুদ্রায় বেআইনি ই-লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া তার মুঠোফোনে থাকা চারটি ই-মেইলে ১৩টি অনলাইন জুয়ার আইডির তথ্যও পাওয়া গেছে। গ্রেফতারকৃত সাহাবকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

অনলাইন জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট আক্তারুজ্জামান ফিলসনকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে সাইবার সুরক্ষা আইনের দুটি মামলা এবং একটি রাজনৈতিক মামলা রয়েছে।

১২ মে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর থেকে মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া মাসুদ রানা মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মনোয়ার হোসেন ও উলফতুন্নেছা দম্পতির ছেলে। অভিযানের সময় তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

১৮ মে মেহেরপুর শহরের চাঁদবিল ঈদগাহপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুয়াইব আহম্মেদ সৌমিক (২৫) কে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি আইফোন ১৬ প্রো ম্যাক্স জব্দ করা হয়েছে।

৭ ও ৮ মে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে রোহান আলী ওরফে রাকেশ (২০), মৃত শহিদুল ইসলামের ছেলে অনলাইন জুয়াড়ি ফয়সাল আহমেদ (২৮) এবং সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে রনি মিয়া (২৭)-কে।

ডিবি জানায়, গ্রেপ্তারের সময় আসামিদের কাছ থেকে তিনটি স্মার্টফোন, কয়েকটি সিমকার্ড এবং প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত নগদ ১৭ হাজার ৪৪০ টাকা জব্দ করা হয়।

১৬ মে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) চলমান অভিযানে রাফসান জনি রিপন (৩২) নামে এক কথিত জুয়ার এজেন্টসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাতভর পৃথক অভিযানে তাদের আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন। এসব ফোনে অনলাইন জুয়ার একাধিক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল আইডি ও অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য পাওয়ার দাবি করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার হওয়া অন্যরা হলেন ফাহাদ হাসান জুনায়েদ (১৯), বায়েজিদ ডালিম (৩০) ও রকিবুল ইসলাম (৩৫)।

১৫ মে রাতভর মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করা হয়। সম্প্রতি অনলাইন জুয়া ও অবৈধ ই-ট্রানজেকশন চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীর সরাসরি তদারকিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

প্রথমে সদর উপজেলার চাঁদবিল এলাকায় অভিযান চালিয়ে বায়েজিদ ডালিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড-৫ মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোনটি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে Binance অ্যাপের মাধ্যমে অবৈধ ডলার কেনাবেচা এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে কাজ করার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সঙ্গে ফোনে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে

সম্পৃক্ত চারটি ই-মেইল ঠিকানার তথ্যও পাওয়া গেছে।

পরে বায়েজিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে রকিবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো স্মার্টফোন ও একটি ভিভো ওয়াই-০৩টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। ফোন দুটি যাচাই করে অনলাইন জুয়া খেলা এবং Binance এর মাধ্যমে অবৈধ ডলার লেনদেনের তথ্য মিলেছে বলে দাবি ডিবির।

এদিকে ডিবির আরেকটি দল সদর উপজেলার গাড়াডোব এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাফসান জনি রিপনকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি রেডমি নোট ১৪ প্রো মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই করে ৩৭টি ই-মেইল আইডি এবং ২৯টি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পরবর্তীতে রাফসান জনির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমঝুপি এলাকা থেকে ফাহাদ হাসান জুনায়েদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি ওপো এ-৩৮ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। ফোনটি পরীক্ষা করে সাতটি ই-মেইল আইডিসহ অনলাইন জুয়া-সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তারকৃতরা নিজেদের ও অন্যের নামে নিবন্ধিত সিম ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন জুয়া পরিচালনা, জুয়ায় অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই মোবাইল ব্যাংকিং ও Binance অ্যাপ ব্যবহার করে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করার কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি পুলিশের।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন বক্তব্যর পর থেকে নড়েচড়ে বসে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

বিসিবির সভাপতির সাথে খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সভাপতি তামিম ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিসিবি কার্যালয়ে তারা এ সাক্ষাৎ করেন। বিসিবির সভাপতি তামিম ইকবাল তাদের শুভেচ্ছা জানান এবং জেলার ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রতি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের পূর্ব সিংহাটিতে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পূর্ব সিংহাটি গ্রামের বাঘমারা মাঠে শত্রুতামূলকভাবে চায়না কমলার গাছ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে। গত বুধবার বিকেলে জমির মালিক সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম এ অভিযোগ করেন।

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে তরিকুল ইসলাম ৩১ কাঠা জমিতে চায়না কমলার বাগান গড়ে তোলেন। গত তিন বছর ধরে তিনি ওই বাগানের কমলা বিক্রি করে আসছেন। গত বছর বাগান থেকে তিনি প্রায় ৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার কমলা বিক্রি করেছেন। বর্তমানে প্রতিটি গাছে প্রচুর পরিমাণে কমলার গুটি এসেছে।

অভিযোগে জানা যায়, গত শনিবার পাশ্ববর্তী জমির মালিক রবিউল ইসলাম তার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা পাশের জমিতে থাকা চায়না কমলার গাছে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকটি

গাছ পুড়ে যায়।

ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমান বলেন, গাছ পোড়ানোর বিষয়ে মুঠোফোনে রবিউলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন। পরে বুধবার দুপুরের দিকে বাগানের আরও দুটি কমলার গাছ কেটে তছরুপ করা হয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এ বিষয়ে সেনাসদস্য তরিকুল ইসলাম মুঠোফোনে বলেন, “আমি কর্মসূত্রে বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছি। তবে শত্রুতামূলকভাবে আমার এ ক্ষতি যিনি করেছেন, আমি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তার বিচার দাবি করছি।”

অভিযোগের বিষয়ে রবিউল ইসলাম বলেন, “তরিকুল ইসলাম আমার আপন বোনের ছেলে। তাদের সঙ্গে আমার জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। আমার জমির পরিত্যক্ত ভুট্টা গাছে আগুন দেওয়ার সময় পাশাপাশি জমি হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আগুনের তাপে তিনটি কমলার গাছ পুড়ে গেছে। তবে আমার বিরুদ্ধে গাছ কাটার যে অভিযোগ উঠেছে তা মিথ্যা। গাছ আমি কাটিনি। তৃতীয় কোনো পক্ষ আমাদের বিরোধকে স্থায়ী করার জন্য এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।”

উল্লেখ্য, রবিউল ইসলাম ভুক্তভোগীর শ্বশুর হাফিজুর রহমানের আপন বড় ভাই।

স্থানীয় প্রতিবেশীরা জানান, পারিবারিকভাবে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নন। তবে এ বিরোধের পরিসমাপ্তি কীভাবে হবে, তা নিয়ে এলাকায় আলোচনা চলছে।

মুজিবনগরে বিএনপি’র ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকার’ শীর্ষক

আলোচনা সভা

‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিএনপি’র অঙ্গীকার’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা মেহেরপুরের মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়। দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনআকাঙ্ক্ষা এবং দলের ভবিষ্যৎ রূপরেখা বাস্তবায়নের প্রত্যয় নিয়ে সভায় বক্তারা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “জুলাই আন্দোলনের চেতনা ও জুলাই সনদ আমাদের নতুন বাংলাদেশের পথ দেখায়। বিএনপি সবসময় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপসহীন। এই সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা দেশে একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মেহেরপুর জেলা বিএনপি জনগণের পাশে থেকে এই আন্দোলন ও রূপরেখাকে সফল করতে যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।”

জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান প্রধান বক্তার বক্তব্যে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “ফ্যাসিবাদী শক্তির পতন হলেও তাদের ষড়যন্ত্র এখনো থেমে নেই। জুলাই সনদের প্রতিটি দফা আমাদের অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। তৃণমূল পর্যায় থেকে দলকে আরও শক্তিশালী করে জনগণের ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনাই এখন আমাদের মূল লক্ষ্য।”

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “মুজিবনগরের ঐতিহাসিক মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা আজ এই শপথ নিচ্ছি যে, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে উপজেলা বিএনপি রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কোনো অপশক্তিই আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না।”

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন ও আখেরুজ্জামান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী,

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আনোয়ারুল হক কালু, জেলা যুবদলের তথ্য সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকুসহ জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দ।

সভাটি সঞ্চালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় জেলা বিএনপি, উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা আগামী দিনে দলের সকল কর্মসূচি সফল করতে এবং জনগণের পাশে থেকে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহারে কৃষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

টেকসই কৃষি, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব বালাইনাশক (বায়োপেস্টিসাইড) ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামে কৃষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্র্যাক সিড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. ইমদাদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক সিড অ্যাণ্ড অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজ, চুয়াডাঙ্গা-১ অঞ্চলের রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার মো. আক্তারুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার ডিলার মো. ফখরুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, কৃষি উদ্যোক্তা, রিটেইলার এবং প্রায় ৫৫ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় জৈব বালাইনাশকের গুরুত্ব, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এবং পরিবেশবান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বক্তারা বলেন, অতিরিক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।